শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্য

শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্য কথা:-
তখন কৈলাশ পর্বতের শিখর ছিল সর্বরত্নে অলংকৃত। ছিল ছায়াসুনিবিড় ফুলে-ফলে শোভিত বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম ঢাকা। পারিজাতসহ অন্যান্য পুষ্পের সুগন্ধে চারদিক থাকত আমোদিত। এখানে সেখানে দল বেঁধে নৃত্য করে বেড়াত অপ্সরারা। ধ্বনিত হত আকাশ গঙ্গার তরঙ্গ-নিনাদ। ব্রহ্মার্ষিদের কন্ঠ থেকে যেত বেদধ্বনি।
এই কৈলাশশিখরে শিব-পার্বতি বাস করতেন। গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি তাঁদের সেবা করত। পরম সুখে ছিলেন শিব-পার্বতী। একদা পার্বতী শিবকে প্রশ্ন করলেন,
– ভগবান, আপনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-দাতা। আপনি কোন ব্রত বা তপস্যায় সন্তুষ্ট হন?
দেবী পার্বতীর কথা শুনে শিব বললেন,
-দেবী, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথীর রাত্রিকে শিবরাত্রি বলা হয়। এ রাত্রিতে উপবাস করলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই। স্নান, বস্ত্র, ধূপ, পুষ্প ও অর্চনায় আমি যতটুকু সন্তুষ্ট হই তার চেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হই শিবরাত্রির উপবাসে।
শিব বলে যেতে লাগলেন,
– ব্রতপালনকারী ত্রয়োদশীতে স্নান করে সংযম পালন করবে। স্বপক্ব নিরামিষ বা হবিষ্যান্ন ভোজন করবে। স্থণ্ডিল (ভূমি বা বালু বিছানো যজ্ঞবেদী) অথবা কুশ বিছিয়ে শয়ন করে আমার (অর্থাৎ শিবের) নাম স্মরণ করতে থাকবে। রাত্রি শেষে হলে শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃ ক্রিয়াদি করবে অন্যান্য আবশ্যক কার্যাদী করবে। সন্ধ্যায় যথাবিধি পূজাদি করে বিল্বপত্র সংগ্রহ করবে। তারপর নিত্যক্রিয়াদি করবে। অতঃপর স্থণ্ডিলে (যজ্ঞবেদীতে), সরোবরে, প্রতীকে বা প্রতিমায় বিল্বপত্র দিয়ে আমার পূজা করবে। একটি বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করলে আমার যে প্রীতী জন্মে, সকল প্রকার পুষ্প একত্র করে কিংবা মণি, মুক্তা, প্রবাল বা স্বর্ণনির্মিত পুষ্প দিয়ে আমার পূজা করলেও, আমার তার সমান প্রীতি জন্মে না।
– প্রহরে প্রহরে বিশেষভাবে স্নান করিয়ে আমার পূজা করবে। পুষ্প, গন্ধ, ধূপাদি দ্বার যথোচিত অর্চনা করবে। প্রথম প্রহরে দুগ্ধ, দ্বিতীয় প্রহরে দধি, তৃতীয় প্রহরে ঘৃত এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে আমাকে স্নান করাবে এবং পূজা করবে। এছাড়া যথাশক্তি নৃত্যগীতাদি দ্বারা আমার প্রীতি সম্পাদন করবে। পরের দিন ভক্ত আমার পূজা যথানিয়মে পালন করবে।
হে দেবী, এই হল আমার প্রীতিকর ব্রত। এ ব্রত করলে অপস্যা ও যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয় এবং ষোল কলায় দক্ষতা জন্মে। এ ব্রতের প্রভাবে সিদ্ধি লাভ হয়। অভিলাষী ব্যক্তি সপ্তদীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়।
শিব পার্বতীকে আরও বললেন,
– এবার শিবচতুর্দশী তিথির মাহাত্ম বলছি, শোন। – একদা সর্বগুণযুক্ত বারাণসী পুরীতে ভয়ঙ্কর এক ব্যাধ বাস করত। বেঁটে-খাট ছিল তার চেহারা, আর তার গায়ের রং ছিল কালো। চোখ আর চুলের রং ছিল কটা। নিষ্ঠুর ছিল তার আচরণ। ফাঁদ জাল, দড়ির ফাঁস এবং প্রাণী হত্যার নানা রকম হাতিয়ারে পরিপূর্ণ ছিল তার বাড়ি।
একদিন সে বনে গিয়ে অনেক পশু হত্যা করল। তারপর নিহিত পশুদের মাংসভার নিয়ে

Published on: Feb, 19 2023 10:29

নজিরে বাড়রি দকিে রওনা হল। পথে শ্রান্ত হয়ে সে বনরে মধ্যে বশ্রিামরে জন্য একটি বৃক্ষমূলে শয়ন করলে এবং একটু পরইে নদ্রিতি হল।
সূর্য অস্ত গলে। এল ভয়ঙ্কর রাত্রী। ব্যাধ জগেে উঠল। ঘোর অন্ধকারে কোন কছিুই কার দৃষ্টগিোচর হল না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সে একটি শ্রীফলবৃক্ষ অর্থাৎ বল্বিবৃক্ষ পলে। সইে বল্বিবৃক্ষে সে লতা দয়িে তার মাংসভার বঁধেে রাখল। বৃক্ষতলে হংিস্র জন্তুর ভয় আছে। এই ভবেে সে নজিওে ঐ বল্বিবৃক্ষে উঠে পড়ল। শীতে ও ক্ষুধায় তার শরীর কাপঁতে লাগল। এভাবে সে শশিরিে ভজিে হয়ইে জগেে কাটাল সারা রাত।
দবৈবশত সইে বল্বিবৃক্ষমূলে ছলি আমার (অর্থাৎ শবিরে) একটি প্রতীক। তথিটিি ছলি শবিচতুর্দশী। আর ব্যাধও সইে রাত্রি কাটয়িছেলি উপবাসে। তার শরীর থকেে আমার প্রতীকরে ওপর হমি বা শশিরি ঝরে পড়ছেলি। তার শরীররে ঝাকুনতিে বল্বিপত্র পড়ছেলি আমার প্রতীকরে ওপর। এভাবে উপবাসে বল্বিপত্র প্রদানে এবং শশিরিস্নানে নজিরে অজান্তইে ব্যাধ শবিরাত্রব্রিত করে ফলেল।
দবেী, তথিমিাহাত্মে কবেল বল্বিপত্রে আমার যে প্রীতি হয়ছেলি, স্নান, পূজা বা নবৈদ্যেদি দয়িওে সে প্রীতি সম্পাদান সম্ভব নয়। তথিি মাহাত্মে ব্যাধ মহাপূণ্যে লাভ করছেলি।
পরদনি উজ্জল প্রভাতে ব্যাধ নজিরে বাড়তিে চলে গলে।
কালক্রমে ব্যাধরে আয়ু শষে হল। যমদূত তার আত্মাকে নতিে এসে তাকে যথারীতি যমপাশে বঁধেে ফলেতে উদ্যত হল। অন্যদকিে আমার প্ররেতি দূত ব্যধকে শবিলোকে নয়িে এল। আর আমার দূতরে দ্বারা আহত হয়ে যমদূত যমরাজকে নয়িে আমার সমুজ্জ্বল পুরদ্বারে উপস্থতি হল। দ্বারে শবিরে অনুচর নন্দীকে দখেে যম তাকে সব ঘটনা বললনে।
– এই ব্যাধ সারা জীবন ধরে কুকর্ম করছে। জানালনে যম।
তার কথা শুনে নন্দী বললনে,
– ধর্মরাজ, এতে কোন সন্দহেই নইে যে ঐ ব্যাধ দুরাত্মা। সে সারা জীবন অবশ্যই পাপ করছে। কন্তিু শবিরাত্রি ব্রতরে মাহাত্মে সে পাপমুক্ত হয়ছে এবং সর্বশেব্বর শবিরে কৃপা লাভ করে শবিলোকে এসছে।
নন্দীর কথা শুনে বস্মিতি হলনে ধর্মরাজ। তনিি শবিরে মাহাত্মোর কথা ভাবতে ভাবতে যমপুরীতে চলে গলে।
শবি পার্বতীকে আরও বললেনে,
– এই হল শবিরাত্রি ব্রতরে মাহাত্ম।
শবিরে কথা শুনে শবিজায়া হমিালয় কন্যা পার্বতী বস্মিতি হলনে। তথিি শবিরাত্রি ব্রতরে মাহাত্ম্য নকিটজনরে কাছে বর্ণনা করলনে। তাঁরা আবার তা ভক্তি ভরে জানালনে পৃথবিীর বভিন্নি রাজাকে এ ভাবে শবিরাত্রব্রিত পৃথবিীতে প্রচলতি হল।
হর হর মহাদবে।

Published on: Feb, 19 2023 10:29